B.A. Sem.- II (Hons.) Page-1
Sub.- Political Science Prepared by- P. Patra
Paper - CC 3
Syllabus unit no.- 1 (Importance of Freedom)

Q: স্বাধীনতা বলতে তুমি কি বোঝ?
What do you mean by freedom or liberty?

Ans: স্বাধীনতার সাধারণ অর্থ হল মানুষের অধীনে না থেকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলা। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতার এই অর্থকে গ্রহণ করা হয়নি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে স্বাধীনতা হল সেই পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ যা ব্যক্তির সর্বোত্তম বিকাশের সহায়ক। অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশকে স্বাধীনতা বলে। কেউ কেউ স্বাধীনতাকে বাধা-নিষেধের অনুপস্থিতি বলে মনে করেন। তারা মনে করেন নিয়ম-কানুন ব্যক্তির কাজকর্মের উপর কোন প্রকার বাধা স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেন, কিন্তু আধুনিক কালের প্রমুখ স্বাধীনতাকে বাধা-নিষেধের অনুপস্থিতি বলে মনে করেন না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় বসবাস করে। সুতরাং ব্যক্তিকে এমন সব কাজ করতে হয় যা কেবল তার নিজের নয়, সমাজ কল্যাণের পক্ষেও ব্যক্তির কাজকর্ম অনুকূল হয়। তাই স্বাধীনতাকে সামাজিক পরিবেশ বলা যেতে পারে, যে পরিবেশে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের সুষম বিকাশের অনুকূল।

নেতিবাচক স্বাধীনতা বলতে তুমি কি বোঝ?
What do you mean by negative freedom?

A: স্যার ইসাইয়া বার্লিন তাঁর Two Concepts of Liberty (1969 সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে নেতিবাচক স্বাধীনতার অর্থ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাষ্ট্র বা অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কি পরিমাণ সুযোগ নিয়ে কাজ করতে সক্ষম? অর্থাৎ বার্লিনের চিন্তা সূত্রে বলেছে যে, ব্যক্তির কাজকর্মের সুযোগের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কম হয়, তখন হস্তক্ষেপ ক্ষমতার

স্বাধীনতার সংরক্ষক। অর্থাৎ নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা বিবর্জন বা অর্থ হল ব্যক্তির নিজের পছন্দমত কাজের বাধা নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়া, ব্যক্তির কাজের অবাধ সুযোগ ব্যক্তির ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ মুক্ত, হবস, মিল, বেন্থাম, লক ও ডাইসি প্রমুখ স্বাধীনতার প্রবক্তা, লেখকগণ নেতিবাচক স্বাধীনতার সমর্থক।

Q: ইতিবাচক স্বাধীনতা বলতে তুমি কি বোঝ?
What do you mean by Positive freedom?

Ans: ইতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় যে, ব্যক্তি তার পছন্দ মত ~~কাজ করতে পারবে~~ ও আচরণ করতে পারবে যা ব্যক্তি তার পছন্দ মত ও আচরণ করতে পারবেনা যা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ভিতর করে দিতে এবং ব্যক্তি তার স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রের নির্ধারিত নিয়ম-নীতি মেনে ভোগ করবে এবং ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি সংরক্ষণ ও সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, অর্থাৎ ব্যক্তি সম্পূর্ণ তার নিজের পছন্দমত বা ইচ্ছামত আচরণ ও কার্য করতে পারবেনা। ব্যক্তি ক্ষেত্রের নির্ধারিত নিয়ম-নীতির অনুকূলে স্বাধীনতা ভোগ করবে। ল্যাস্কি, বার্কার, হেগেল, গ্রীন প্রমুখ ইতিবাচক অর্থে স্বাধীনতার সমর্থক।

Q: সাম্য বলতে কি বোঝ? What is equality?

Ans: সাম্যের সাধারণ অর্থ হল সকলে সমান। ব্যক্তির যোগ্যতা প্রভৃতি বিচার না করে প্রত্যেকে সকলের সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগের ব্যবস্থা করা হয়, আইনের নিয়মে এটি হল এক প্রকার সাম্য। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আক্ষরিক নিয়মে সকলেই সমান হতে পারেনা। কারণ যে সামর্থ্য, দক্ষতা নৈতিকতা সৃষ্টি হয় ও উন্মেষিত হয় সেক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার যাবে। যখন ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারে যে, সে অন্যের সাথে সমান সুযোগ ও অধিকার পাওয়ার অধিকারী। কারণ তার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অন্যের সমান। সুতরাং ~~প্রত্যেকের~~ সমান যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকলে প্রকৃত এক্ষেত্রে স্বীকার করে ও আইনগতভাবে অধিকার করার মাধ্যমে সাম্য রাখতে পারেনা। সাম্যের অর্থ হল প্রত্যেকের কাজ করার বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করে দেওয়া। সুতরাং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টির অনুপস্থিতিতে আমরা সাম্য ভোগ করি।